بسم الله الرحمن الرحيم

Report on Shari'ah Progress

Bangal Islami Life Insurance Ltd

For the year ended Decdember 31, 2023

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد :-

ভূমিকা

বেঙ্গল ইসলামি লাইফ ইন্স্যুরন্স লি. এর পূর্ব নাম "এনআরবি গ্লোবাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স লি."। এর যাত্রা শুরু হয়েছিল ২৬ আগষ্ট,২০১৩ ইং তারিখে। এর পর ২০২১ ইং সনের শুরুর দিকে কোম্পানি ইসলামী ধারায় পরিচালিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে।এ লক্ষ্যে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের ৪৬তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে এর নাম পরিবর্তন করে "বেঙ্গল ইসলামি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড" (بينغل إسلامي ليف انشورنس ليميتيد) করা হয়। বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ তারিখে নাম পরিবর্তনের জন্য অনাপত্তি পত্র প্রদান এবং আরজেএসসি থেকে ১৩ ডিসেম্বর,২০২১ খ্রিঃ তারিখে কোম্পানির নাম পরিবর্তনের সনদ প্রাপ্তির পর কোম্পানি 'বেঙ্গল ইসলামি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড' নামে তার কার্যক্রম নতুন করে শুরু করে।

শরি'আহ্ বোর্ড গঠন

কোম্পারি শরি'আহ্ সম্মাতভাবে পরিচালনার জন্য জুন, ২০২২ সালে একটি শরি'আহ্ বোর্ড গঠন করা হয়। নিম্নের টেবিল লক্ষ্যণীয়-

কোম্পানির যাত্রা শুরু	কোম্পানি ইসলামি হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ	আইডিআর কর্তৃক ইসলামি নামের উপর অনাপত্তি	নাম পরিবর্তনের উপর আরজেএসসি সনদপ্রাপ্তি	শরি'আহ্ বোর্ড গঠন	প্রথম শরি'আহ্ বোর্ড মিটিং
২৬ আগস্ট,২০১৩	২০২১ এর শুরু সময়	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১	১৩ ডিসেম্বর, ২০২১	মে ২০২২	১৮ জুন ২০২২

শরি'আহ্ বোর্ড এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্র:নং	সদস্যবৃন্দের নাম	পদবী
১.	জনাব মুফতি মোহাম্মদ মুহিববুল্লাহিল বাকী	**চেয়ারম্যান**
২.	জনাব শাহ মোহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ (সিএসএএ)	**সদস্য**
৩.	জনাব মুফতি আবদুল্লাহ মাসুম (সিএসএএ)	**সদস্য**
৪.	জনাব মোস্তফা আজাদ চৌধুরী	**সদস্য**
৫.	জনাব ড. আহম্মেদ আল ওয়ালী, পিএইচডি	**সদস্য**
৬.	জনাব এম.এম. মনিরুল আলম	সদস্য (পদাধিকার বলে)

শরি'আহ্ বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত মিটিংসমূহ

(১৮ জুন, ২০২২-ডিসেম্বর, ২০২৩)

২০২২		২০২৩	
প্রথম শরি'আহ্ বোর্ড মিটিং	১৮ জুন	প্রথম শরি'আহ্ বোর্ড মিটিং	৩১ জানুয়ারী
দ্বিতীয় শরি'আহ্ বোর্ড মিটিং	১৯ সেপ্টেম্বর	দ্বিতীয় শরি'আহ্ বোর্ড মিটিং	৫ ফেব্রুয়ারী
শরি'আহ্ সাব কমিটি মিটিং	১৫ নভেম্বর, ১৩ ডিসেম্বর	তৃতীয় শরি'আহ্ বোর্ড মিটিং	৬ জুন

শরি'আহ্ কনসালটেন্ট নিয়োগ

শরি'আহ্ বোর্ড সভার দ্বিতীয় মিটিং এ শরি'আহ্ বাস্তবায়নকে অগ্রসর করার লক্ষ্যে জন্য শরি'আহ্ সদস্য মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম (সিএসএএ) সাহেবকে সকলের সম্মতিতে কোম্পানির বোর্ড থেকে তাঁকে কোম্পানির শরি'আহ্ কনসালটেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি গত অক্টোবর ২০২২ থেকে অদ্যবধি কাজ করে যাচ্ছেন।

তিনি নিয়োগ হওয়ার পর কোম্পানির শরি'আহ্ নানা ইস্যু নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনবা করে যাচ্ছেন। নানা গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টস শরি'আহ্ভাবে নতুন করে তৈরি করে যাচ্ছেন। এসব কাজে মাননীয় মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়, সিওও সাহেবসহ সংশ্লিষ্ট অনেকেই সহযোগিতা করে যাচ্ছেন।

এছাড়া কোম্পানির জনবলকে শরি'আহ্ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে নানা প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। সেখানেও তিনি আলোচনা রাখেন। ইসলামি বীমা সেক্টরে বাংলাদেশ শরি'আহ্ বোর্ডের পাশাপাশি শরি'আহ্ বাস্তবায়নকে সত্যিকার অর্থে অগ্রসর করার জন্য স্বতন্ত্র শরি'আহ্ কনসালটেন্ট নিয়োগ দেয়ার নজীর সম্ভবত এটিই প্রথম। এটি একটি ভালো দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

কোম্পানির শরি'আহ্ বাস্তবায়ন ও চ্যালেঞ্জ

বীমা আইন ২০১০ এর ধারা ২ উপধারা ৭ এ "ইসলামি বীমা ব্যবসা" অর্থ ইসলামি শরি'আহ্ অনুযায়ী পরিচালিত বীমা ব্যবসা। এছাড়া, একই আইনের ধারা ৭ এ লাইফ এবং নন-লাইফ বীমা ব্যবসার ক্ষেত্রে ইসলামি বীমা ব্যবসা করার অনুমোদনের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বস্তুত বাংলাদেশে ইসলামি বীমা শিল্পের জন্য স্বতন্ত্র কোনও আইন,বিধিমালা, শরি'আহ্ গাইডলাইন নেই। রেগুলেটরী পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট কোনও দিক নির্দেশনা নেই। এ অবস্থায় জীবন বীমায় ইসলামি অনুশলীন বাস্তবায়ন করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষত উক্ত কোম্পানি প্রায় ৯ বছর কনভেনশাল সুদী পদ্ধতিতে জীবন বীমা ব্যবসা করে এসেছে।

মাত্র বছর দুয়েক হলো, শরি'আহ্ উপায়ে জীবন বীমা ব্যবসা পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়োছে। এক্ষেত্রে শরি'আহ্ রূপান্তর বেশ কঠিন। শুরু থেকে একটি কোম্পানিকে শরি'আহ্ভাবে পরিচালিত করা যতোটা সহজ এখানে তা বহুগুণে কঠিন ও সময়সাপেক্ষ বিষয়।

একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো, গত ৯ বছর ব্যবসায় যেসব গ্রাহক সম্পৃক্ত হয়ে আছেন, তাদের সাথে ইতোমধ্যে প্রচলিত পদ্ধতিতে চুক্তি হয়ে গেছে আাছে। তাদের প্রাপ্তি ও প্রদেয় ভিন্ন শরি'আহ্ চুক্তিতে রূপান্তর করা সুকঠিন। এছাড়া যেসব শরি'আহ্ অবৈধ খাতে বিনিয়োগ হয়ে গেছে, সেগুলো শরি'আহ্ বৈধ খাতে স্থানান্তর করাও একটি সময় সাপেক্ষ বিষয়। এর উপর আছে সকল ডকুমেন্টস শরি'আহ্ উপায়ে পুনরায় প্রস্তুত করা, কোম্পানির শরি'আহ্ মডেল প্রস্তুত করা, একাউন্টিং প্রসেস শরি'আহ্ উপায়ে করা, আইটি সেক্টর শরি'আহ্ সম্মত করা, নানা তহবিল পৃথক করা, ওয়াকালাহ ফি কমানো ইত্যাদি। এসব বাস্তবতা সামনে রেখে শরি'আহ্ কনসালটেন্ট ও শরি'আহ্ বোর্ড মনে করেন কোম্পানির বোর্ড যেহেতু শরি'আহ্ বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর, তাই ইনশাআল্লাহ ধীরে ধীরে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে শরি'আহ্ বাস্তবায়ন অগ্রসর হবে। এখনও সেই প্রচেষ্টা চলমান। সামনে সেই প্রচেষ্টার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হলো-

শরি'আহ্ পরিপালন অগ্রগতি-এক নজরে

কোম্পানির প্রথম শরি'আহ্ বোর্ড মিটিং যদিও ১৮ জুন ২০২২ তারিখে হয়েছিল। তবে শরি'আহ্ বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয় অক্টোবর ২০২২ থেকে। সে হিসেবে অক্টোবর ২০২২ অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত এক বছরে কোম্পানির শরি'আহ্ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো-

শরি'আহ্ ডকুমেন্ট ও বাস্তবায়ন

১. শরি'আহ্ বীমা দলিলকে শরি'আহ্সম্মত উপায়ে প্রস্তুত করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর নাম দেয়া হয়েছে "তাকাফুল দলিল" ।

২. প্রস্তাবপত্র নতুন করে শরি'আহ্ সম্মত উপায়ে প্রস্তুত করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৩. পলিসি শিডিউল নতুন করে শরি'আহ্সম্মত উপায়ে প্রস্তুত করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৪. প্রডাক্ট ব্রোশিয়ার শরি'আহ্ সম্মত উপায়ে প্রস্তুত করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৫. ক্যালেন্ডার, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রচারমূলক ডকুমেন্টস শরি'আহ্ ভাষায় পেশ করা হচ্ছে।

৬. কোম্পানির সকল বিভাগ ও কার্যক্রম শরি'আহ্সম্মত উপায়ে পরিচালনা নিশ্চিত করতে শরি'আহ্ অপারেশন গাডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে।

৭. কোম্পানির শরি'আহ্ বোর্ডকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে স্বতন্ত্র শরি'আহ্ বাই লজ তৈরি

৮. কোম্পানির কর্মীগণ কোম্পানি থেকে আর্থিক সুবিধা গ্রহণের পদ্ধতিকে শরি'আহ্সম্মত উপাায়ে প্রদানের জন্য গাইড লাইন প্রস্তুত করা হয়েছে।

৯. কোম্পানির পুনঃবীমা শরি'আহ্ সম্মত করার নিমিত্তে বাহরাইন ভিত্তিক হেনোভার রি-তাকাফুল এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে এবং চুক্তি মোতাবেক তা পরিচালিত হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ, ট্রেইনিং ও সচেতনতা

১. কর্মীবৃন্দকে প্রকৃত শরি'আহ্ ভিত্তিক ইসলামি ইন্স্যুরেন্স বিষয়ে ধারণা দেয়ার লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয় ও অন্যত্র নানা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম (সিএসএএ) ও অন্যরা প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন।

২. কর্মীদের মাঝে ইসলামি ইথিক্স ও ভ্যালু প্রতিষ্ঠার জন্য মাহে রামাদেন মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম (সিএসএএ) সাহেব কর্তৃক রামাদান লেসনস নামে স্বতন্ত্র সেশন প্রদান করা হয়েছে।

৩. ঢাকার বাহিরে মাঝে মাঝে কর্মী ও গ্রাহকদের সাথে শরি'আহ্ বিষয়ে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে মতবিনিময় হয়েছে। সেশন প্রদান করা হয়েছে। মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম (সিএসএএ) এতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন।

৪. প্রধান কার্যালয়ে ফিল্ড অফিসারবৃন্দদের নিয়ে স্বতন্ত্র সেশন করা হয়েছে। তাতে কোম্পানির শরি'আহ্ অবকাঠামোর সাথে তাদেরকে পরিচিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম (সিএসএএ) বিশেষ ভূমিকা রেখেছন।

কোম্পানির শরি'আহ্ মডেল প্রস্তুত

বেঙ্গল ইসলামি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড শরি'আহ্ বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ওয়াকালা এবং মুদারাবা তথা হাইব্রিড মডেল গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ পিটিএফ পরিচালনা বাবদ কোম্পানি ওয়াকালা ফি (উজ্‌রা) গ্রহণ করবে। আর উক্ত তহবিলের বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত মুনাফা নিয়মানুযায়ী কোম্পানি গ্রহণ করতে পারে।

এই মডেল অনুযায়ী তাকাফুল কোম্পানিতে গ্রাহক তাঁর প্রদেয় চাঁদা মৌলিক তিনটি চুক্তির আওতায় প্রদান করবেন। যথা ঃ

এক. মুদারাবা চুক্তি ঃ গ্রাহক প্রদেয় চাঁদার একটি বৃহৎ অংশ রব্বুল মাল হিসাবে প্রদান করবেন। কোম্পানি সেই অংশে মুদারিব হিসেবে বিবেচিত হবে। শরি'আহ্ সম্মত উপায়ে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে এ হিসাব পরিচালিত হবে। গ্রাহকের এই খাতে প্রদত্ত অর্থ পার্টিসিপেন্ট ইনভেস্টম্যান্ট একাউন্ট (PIA) নামে অভিহিত

পিআইএফ এর অংশে যেহেতু গ্রাহকগণ মুদারাবা চুক্তির আওতায় চাঁদা প্রদান করবেন তাই কোম্পানি এই তহবিলের মুদারিব। চুক্তির শর্তানুযায়ী এ তহবিলের মুনাফা কোম্পানি এবং অংশগ্রহণকারীদের মাঝে শরি'আহ্ নীতি অনুয়ায়ী বন্টন করা হবে। আর লোকসান হলে তা কেবল অংশগ্রহণকারীগণ (রব্বুল মাল হওয়ার কারণে) বহন করবেন যদি না কোম্পানির কোনরূপ অবহেলা, উদাসীনতা কিংবা সীমালঙ্ঘন প্রমাণিত হয়। (আওফি শরীয়াহ মানদন্ড অবলম্বনে)

দুই. তাবারারু চুক্তি ঃ এ চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহক তাঁর প্রদেয় চাঁদার একটি ক্ষুদ্র অংশ বিনিময়হীন অনুদান বা তাবারারু হিসাবে প্রদান করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। উক্ত অনুদান অংশগ্রহণকারী তাকাফুল তহবিল হিসাবে প্রদান করবে, যা পার্টিসিপেন্ট তাকাফুল একাউন্ট (PTA) নামে অভিহিত হবে। অতঃপর সকল অংশগ্রহণকারীর তাবারারু নিয়ে গঠিত হবে তাকাফুল তহবিল ফাণ্ড যা পার্টিসিপেন্ট তাকাফুল ফান্ড (PTF) নামে অভিহিত হবে। উক্ত তহবিল/ফান্ড আইন দ্বারা স্বীকৃত একটি পৃথক স্বত্বা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সে নিজেই এই ফান্ডের মালিক হবে। এই ফান্ডের নিজস্ব তাবারারু নীতিমালা থাকবে, যা শরি'আহ্ সুপারভাইজারি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হবে। উক্ত নীতিমালার আলোকে গ্রাহকদের ঝুঁকি নিরসন করা হবে।

তিনঃ ওয়াকালাহ চুক্তি ঃ এ চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহক তার প্রদত্ত চাঁদার একটি অংশ সরাসরি পিটিএফ পরিচালনা বাবদ ওয়াকালা ফি হিসাবে গ্রহণ করা হবে যা ওয়াকালা একাউন্ট (WA) নামে অভিহিত হবে। এরপর প্রদত্ত সকল ওয়াকালা ফি নিয়ে গঠিত হবে ওয়াকালা একাউন্ট তহবিল (WF), যা একান্ত কোম্পানি/অপারেটরের মালিকানা বলে বিবেচিত হবে। নিম্নে কোম্পানির জন্য গৃহিত শরীয়াহ মডেল পেশ করা হল –

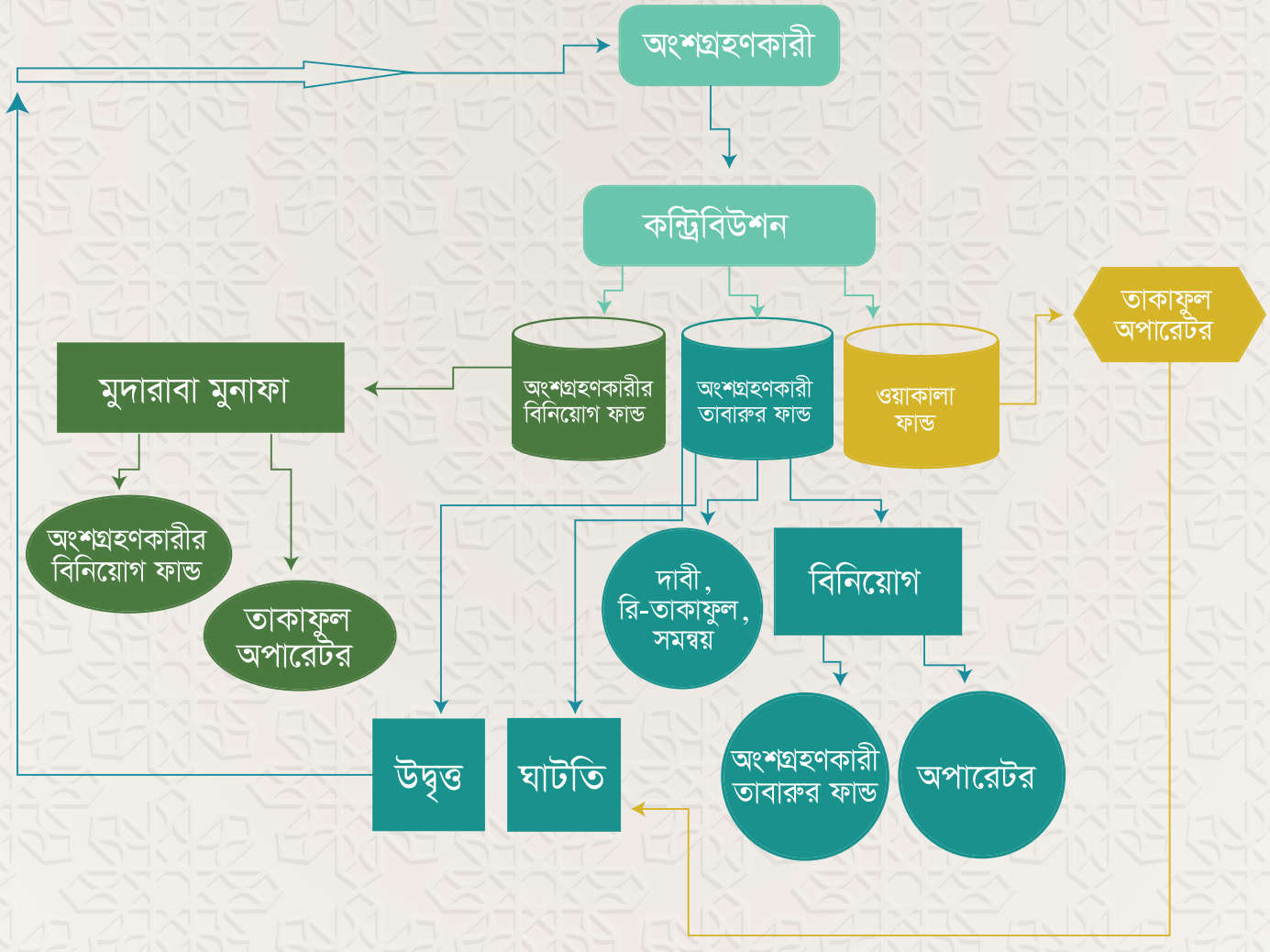

প্রিমিয়াম (কন্ট্রিবিউশন) পৃথকীকরণ

কোম্পানীর শরি'আহ্ মডেল অনুযায়ী গৃহীত প্রিমিয়াম (কন্ট্রিবিউশন) কে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করে গ্রহণ করা হয়-

বছর	তাকাফুল মেয়াদ	ওয়াকালাহ ফি	তাবাররু তহবিল	মুদারাবা তহবিল
	৫-৯ বছর	৫০%	৫%	৪৫%
	১০-১১ বছর	৭৫%	৫%	২০%
	১২-১৪ বছর	৮০%	৫%	১৫%
	১৫ বা তদূর্ধ্ব বছর	৯০%	৫%	৫%
নবায়ন	যে কোন মেয়াদে	২০%	৫%	৭৫%
টার্ম/ইয়াফি (সর্ম্পূরক) তাকাফুল	যে কোন মেয়াদে	৪০%	৬০%	-

কোম্পানীর ব্যাংক /আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ

কোম্পানীর ২০২২ এর আর্থিক প্রতিবেদন অনুসারে পূর্ব থেকেই (শরি'আহ্ হওয়ার আগে) কোম্পানী নিম্নোক্ত ০৬টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এফডিআর এর মাধ্যমে বিনিয়োগ করে আসছে।

যথা ঃ

১. লংকা বাংলা ফাইন্যান্স লিঃ। ২০১৮ইং থেকে।
২. ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক।
৩. মধুমতি ব্যাংক।
৪. বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইসলামি শাখা)।
৫. মার্কেন্টাইল ব্যাংক।
৬. বাংলাদেশ ব্যাংকের ইনভেস্টমেন্ট বন্ড।

বলার অপেক্ষা রাখে না, উপরোক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ২ নং ৪ নং ব্যতীত বাকি সক-লগুলোর বিনিয়োগ শরি'আহ্ সম্মত নয়। কোম্পানীর শরি'আহ্ বোর্ড গঠনের পর বিষয়টি গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করা হয়। এই মর্মে শরি'আহ্ বোর্ড যে সিদ্ধান্তসমূহ প্রদান করেছে, তা হলো-

- নতুন করে শরি'আহ্ পরিপন্থী কোনও খাতে এফডিআর করা যাবে না।
- নতুন করে এফডিআর খাতে বিনিযোগ করতে হলে তা অবশ্যই শরি'আহ্ অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ করতে হবে।
- যে সব বিনিয়োগ ইতোমধ্যে শরি'আহ্ পরিপন্থী খাতে হয়ে আছে, সেখান থেকে প্রাপ্ত সুদ একাউটিং শীটে আলাদা করে হিসাব করতে হবে।

- এসব শরি'আহ্ অবৈধ এফডিআরের অধিকাংশ মূল অর্থের মালিক যেহেতু শেয়ার হোল্ডারগণ, তাই তাদেরকে শরি'আহ্ বোর্ডের পক্ষ থেকে এ মর্মে চিঠি দেয়া হবে যে, এ খাতে প্রাপ্ত সুদসমূহ শরি'আহ্ দৃষ্টিকোণ থেকে আপনাদেরকে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া দান করে দেয়ার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। একই সাথে এসব একাউন্ট বন্ধ করে তা শরি'আহ্ সমর্থিত খাতে বিনিয়োগ করার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।
- ২০২৩ এর জুলাই থেকে যারা নতুন করে পলিসি ক্রয় করবে তাদেরকে ভবিষ্যতে যে প্রদেয় হবে, তা সম্পূর্ণ সুদমুক্ত হতে হবে।
- উল্লেখ্য, শরি'আহ্ বোর্ডে উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক সম্প্রতি কোম্পানী নতুন করে এফডিআরের প্রয়োজন হওয়ায় তা সুদী খাতে না করে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইসলামি বন্ডে (বিজিআইআইবি) বিনিয়োগ করেছে। এছাড়া সরকারের সুকুক খাতেও বিনিয়োগের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এখন তাতে বিনিয়োগ গ্রহণ বন্ধ রয়েছে বিধায় তা করা সম্ভব হয়নি। এ লক্ষ্যে কোম্পানীর এমডি মহোদয় সরাসরি বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে মিটিং সম্পন্ন করেছেন। অদূর ভবিষ্যতে নতুন করের সুকুক ইস্যু হলে তাতে বিনিয়োগ করার ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এছাড়া প্রাইভেট কোনও হালাল বন্ড বাস্তবে থাকলে তাও অন্বেষণ করা হচ্ছে।

কোম্পানীর পুরনো পলিসি হোল্ডারদের ব্যাপারে গৃহীত নীতি

যেমনটি পূর্বেও বলা হয়েছে, কোম্পানী শরি'আহ্ ব্যবসায় রূপান্তর হওয়ার আগে এতে অগণিত পলিসি খোলা হয়েছে যা ছিল সুদী পদ্ধতিতে। কোম্পানী প্রকৃত অর্থে শরি'আহ্ রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর পুরনো সুদী পদ্ধতিতে গৃহীত পলিসিসমূহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় যে, তাদেরকে এ মর্মে চিঠির মাধ্যমে অবহিত করা হবে যে, কোম্পানী এখন থেকে প্রকৃত অর্থে শরি'আহ্ নিয়ম নীতি অনুসারে ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই কোম্পানী কর্তৃক গৃহীত শরি'আহ নিয়ম এর সাথে আপনি একমত বলে আমরা প্রত্যাশা করি। পুরাতন পলিসি গ্রাহকের আপত্তি না থাকলে তা স্বয়ক্রিয়ভাবে শরি'আহ্ পলিসিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। যদি এর সাথে আপনার ভিন্ন মত থাকে তাহলে তা কোম্পানীকে জানানোর অনুরোধ রইল। উক্ত সিদ্ধান্তের পর পলিসি হোল্ডার বরাবরে চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে। তবে তাদেরকে এখনও পুর্যন্ত যে প্রাপ্তি বা সুবিধা দেয়া হচ্ছে, তা পুর্বোক্ত চুক্তি অনুযায়ী কনভেনশনাল পদ্ধতিতেই দেয়া হচ্ছে। নতুন তাকাফুল দলিলের ক্ষেত্রে শরি'আহ্ অনুযায়ী প্রাপ্তি ও সুবিধা দেয়া হচ্ছে। নতুন ১লা জুলাই ২০২৩ থেকে শরি'আহ্ অনুসারে পলিসি গ্রহণ ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

তহবিল পৃথকিকরণ

কোম্পানীতে গৃহীত শরি'আহ্ মডেল অনুসারে এর তিনটি তহবিল গঠন করা হয়। যথা- ওয়ালাকাহ তহবিল, মুদারাবা তহবিল ও তাবাররু তহবিল। শরি'আহ্ অনুসারে তিনটি তহবিল-

এর হিসাব-নিকাশ আলাদা করে সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে কোম্পানির প্রধান হিসাব রক্ষক গত জুলাই, ২০২৩ থেকে একাউন্টিং শীটে তিনটি পৃথক তহবিল সংরক্ষণ করে যাচ্ছেন। বিশেষত, গ্রুপ টার্ম পলিসির সকল প্রিমিয়াম ও তাবাররু চলতি ডিসেম্বর, ২০২৩ থেকে কেবল ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামি ব্যাংক এর মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। তবে ভবিষ্যতে অচিরেই, প্রতিটি তহবিলের অর্থ পৃথক ভাবে ইসলমি শরি'আহ্ মোতাবেক সংরক্ষণ ও বিনিয়োগ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

শরি'আহ্ অগ্রসরতার বিবিধ কার্যক্রম

১। শরি'আহ্ বাস্তবায়নের জন্য আভ্যান্তরীণ 'শরি'আহ স্টিয়ারিং কমিটি' গঠন করা হয়েছে। এর কাজ চলমান। প্রতি সপ্তাহে শরি'আহ্ অগ্রগতি, বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা হয়। বাস্তবায়ন করতে কোথাও সমস্যা হলে তা নিরসন করা হয়। এতে মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম সাহেব ও কোম্পানির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের প্রধানগণ উপস্থিত থাকবেন।

২। বর্তমানে কোম্পানিতে সকল পরিকল্প এবং বয়সের জন্য কন্ট্রিবিউশন উপর বরাবর ৫% হারে তাবাররু গ্রহণ করা হচ্ছে। কোম্পানির দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে, তাবাররু হার পুনর্নির্ধারণ পূর্বক তা হ্রাস করা সম্ভব। এই প্রেক্ষিতে ২০২৪ সালে কন্ট্রিবিউশনের উপর তাবাররুর অংশ এ্যাকচুয়ারিয়াল হিসাব মোতাবেক গ্রহণ করা হবে।

৩। আইটি সেক্টরকে শরি'আহ্ ভাবে ঢেলে সাজানোর জন্য কাজ চলমান।

৪। একাউন্ট সেক্টরকে শরি'আহ্ ভবে ঢেলে সাজানোর কাজ চলমান যেমন, ফান্ড পৃথক করা ইত্যাদি।

৫। এ্যাকচুয়ারিয়ার দিক থেকেও শরি'আহ্ পরিপালন সহজ করেত শরি'আহ্ বোর্ডে এ্যাকচুয়ারিয়াল উপদেষ্টা হিসাবে একজন বিশেষত্তকে কো-অপ্ট করা হয়েছে।

৬। শরি'আহ্ বাস্তবায়ন বিষয়ক আনুষ্ঠানিক মতবিনিময় মিটিং করার জন্য কোম্পানির পক্ষথেকে আইডিআর-এ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৭। কোম্পানিতে কর্মরত নারী-পুরুষ সকল কর্মীদের জন্য শালীন ইসলামি ড্রেসকোড অনুসরণের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। তাছাড়া মিটিং ও লাঞ্চের সময় নারী-পুরুষ আলাদা হয়ে বসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

৮। কোম্পানিতে একজন সার্বক্ষণিক শরি'আহ্ অফিসার নিয়োগ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে

৯। কোম্পানি থেকে পলিসি গ্রাহকদেরকে যে ঋণ/লোন সুবিধা প্রদানের রীতি হয়েছে, তা সম্পূর্ণ শরি'আহ্ ফ্রেমওয়ার্কে রুপান্তর করার সিদ্ধান্ত গঠিত হয়েছে।

১০। কোম্পানির শরি'আহ্ বহির্ভূত আয়, যাকাত ও সামগ্রিক সিএসআর ফান্ড দিয়ে একটি ফাউন্ডেশন গঠন করার বিষয়ে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এই ফাউন্ডেশন হতে শরি'আহ্ নীতিমালা অনুসারে জনহিতকর কাজে অর্থ ব্যয় করা হবে।

কোম্পানির শরি'আহ্ পরিপালনে বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ

গত এক বছর যাবত কোম্পানির শরি'আহ পরিপালণ ও অগ্রসরতা নিয়ে কাজ করার সুবাধে শরি'আহ্ বোর্ডের কাছে এখনও শির'আহ্ পরিপালণ নিশ্চিত করতে য়ে কয়টি চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তা হল-

১। কোম্পানির ওয়াকালাত তহবিলের ব্যয় তার আয়ের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ হচ্ছে না। বর্তমানে ওয়াকালা ফি হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে তা দিয়ে কমিশন ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। এর জন্য নানারকম সমাধান কল্পে আগামিতে ক্ষেত্রে বিশেষে ব্যবস্থাপনা ব্যয় এবং কমিশন কমিয়ে তা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নিয়ে আনা সম্ভব হবে। আশা করা যাচ্ছে যে, করছি ২০২৪ এর মধ্যে এ সমস্যা থেকে উত্তরণ করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

২। কোম্পানির পুরনো পলিসি হোল্ডারদেরকে এখনও সেই পুরনো কনভেনশনাল। পদ্ধতিতে প্রাপ্য দিতে হচ্ছে কারণ তাদের সাথে চুক্তি হয়েছিল সেভাবে। এদিকে শারি'আহ পদ্ধতিতে প্রাপ্য দিতে হবে শরি'আহ্ নিয়ম মেনে। এ দুটিকে সমন্বয় করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে শরি'আহ্ কনসালটেন্ট ও শরি'আহ্ সদস্যদের পরামর্শ হল-নতুন করে গ্রহীত পলিসির অর্থ সরাসরি অ-দুদী খাতে বিনিয়োগ করতে হবে। তাদের হিসাব-নিকাশ/একাউন্টিং আলাদাভাবে করতে হবে। ২০২৪ থেকে তা পূর্ণরুপে প্রয়োগ করতে হবে। আমরা আশা করছি-এভাবে তা করা হলে এ সমস্যা থেকে উত্তরণ করা সম্ভব হবে। এখন থেকে অ-সুদী বিনিয়োগ ও সুদী বিনিয়োগ সম্পূর্ণ আলাদা করে হিসাব করতে হবে। ২০২৪ থেকে কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদনেও তা প্রকাশ করতে হবে। সেখানে আয়ের ঘরে-আলাদা করে লিখতে হবে- 'সুদী বিনিয়োগ থেকে আয়' ও 'ইসলামি বিনিয়োগ থেকে আয়', ইনশাআল্লুহ।

৩। কোম্পানির ভ্যালুয়েশন প্রতিবেদন এখনও আগের মতো সুদী পদ্ধতিতে হচ্ছে। প্রতিবেদন তৈরির ফরমেট মূলত বীমা উন্নয়ণ ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ দিয়ে থাকেন। তাই এর থেকে উত্তরণের জন্য ও শরি'আহ্ পরিপালনে আরও নানা বাধা থেকে উত্তরণের জন্য বীমা উন্নয়ণ ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের সাথে কোম্পানি একটি আনুষ্ঠানিক মিটিং করার জন্য উতোমধ্যে চিঠি প্রেরণ করেছে। আশা করছি ২০২৪ এর শুরুতে তা অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।

৪। কোম্পানির অধিকাংশ এফডিআর বা বিনিয়োগ এখনও সুদী খাতে রয়ে গিয়েছে। সত্ত্বর তা থেকে বের হওয়ারও সুযোগ কম। কারণ চুক্তিগুলো দীর্ঘ মেয়াদী। এক্ষেত্রে শরি'আহ কনসালটেন্ট ও শরি'আহ্ সদস্যদের পরামর্শ হল-নতুন করে বিনিয়োগ করতে হলে তা সুদী খাতে করা যাবে না। আর সুদী খাতের বিনিয়োগ ও প্রাপ্ত সুদ সম্পূর্ণ আলাদা করে হিসাব করতে হবে (বিশেষত প্রাপ্ত সুদ)। উক্ত সুদী আয় নতুন পলিসি (জুলাই, ২০২৩) দেরকে দেয়া যাবে না।

৫। শরি'আহ্ মোতাবেক বিনিয়োগের সুযোগ কম এবং বিনিয়োগ থেকে আয়ও অনেক কম হওয়াতে গ্রাহককে প্রচলিত বিমার ন্যায় বিনিয়োগ রিটার্ণ প্রদান করা সম্ভব নয়। চাহিদা অনুযায়ী সুকুক-এ বিনিয়োগের সুযোগ কম। আশা করা যাচ্ছে যে, ভবিষ্যতে তাকাফুলকে আরো আকর্ষণীয় করার জন্য শরি'আহ্ মোতাবেক বিনিয়োগ সুযোগ সৃষ্টিতে সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

মোটকথা, কোম্পানি দীর্ঘ প্রায় ৯ বছর কনভেনশরাল পদ্ধতিতে ব্যবসা করে এসেছে। এ পদ্ধতি থেকে পুরোপুরি শরি'আহ্ রুপান্তর বেশ কঠিন ব্যাপার ও সময়সাপেক্ষ বিষয়। তাবে ধারাবাহিক অগ্রগতি অব্যাহত থাকলে তা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ। এ বাস্তবতায় এখনই কোম্পানির শরি'আহ্ অবস্থান/স্ট্যাটাস হিসাবে এ কথা বলা হবে না যে, 'কোম্পানি পুরোপুরি শরি'আহ্ পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে'। বরং বলা হবে- 'কোম্পানি শরি'আহ্ পরিপালনে কাজ করে যাচ্ছে'। নতুন পলিসিগুলো অর্থাৎ জুলাই, ২০২৩ হতে যে সকল পলিসি ইস্যু করা হয়েছে তা শরি'আহ্ বোর্ডের নির্দেশিত নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত করার উদ্যেগ নেয়া হয়েছে।

শেষ কথা

বাংলাদেশে বীমা শিল্পে শরি'আহ্ পরিপালনের বাস্তব প্রচেষ্টা একেবারেই নতুন। যদিও ১৯৯৯ সন থেকে বরং এরও আগে থেকে ইসলামি বীমা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ইসলামি বীমা সেক্টরের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে শরি'আহ্ পরিপালন নিশ্চিত করার বিশেষ কোনও উদ্যোগ ও পরিবেশ নেই। বৈধ বিনিয়োগ খাতসমূহও অপ্রতুল। এদিকে দিন দিন শরি'আহ্ বীমা বা তাকাফুলের প্রতি মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষের প্রয়োজনও রয়েছে। এরকম একটি প্রতিকুল পরিবেশে বেঙ্গল ইসলামি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লি. এর পরিচালবৃন্দ প্রকৃত অর্থে শরি'আহ্ পরিপালনের উদ্যোগ নিয়েছেন, যা সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে। কোম্পানির শরি'আহ্ বোর্ড, বিশেষত শরি'আহ্ কনসালটেন্ট ও কোম্পানির মাননীয় এমডি সাহেবসহ নানা জন দীর্ঘ শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন-কোম্পানির পুরো কার্যক্রম শরি'আতে রুপান্তর করতে। এ যেনো মাঝ পথে গাড়ি টার্ন নেয়ার মতো বড় চ্যালেঞ্জ। এরপরও আমরা আশা করি-ইনশাআল্লাহ, সকলের প্রচেষ্টায় একদিন এ কোম্পানি বাংলাদেশে জীবন বীমায় শরি'আহ্ পরিপালনে একটি মাইলফলক হিসাবে প্রমাণিত হবে। পাশাপাশি এ মহৎ উদ্যেগকে সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ সকলের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করছি, নতুবা একক উদ্যোগে তা অনেক ক্ষেত্রে সফল করা কঠিন হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ সুদ ও হারাম সকল কার্যক্রম থেকে বিশেষত ইসলামের নামে অনৈসলামিক কাজ/ব্যবসা করা থেকে সকলকে হেদায়াত করুন, আমীন।

শরি'আহ্ বিভাগ
বেঙ্গল ইসলামি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লি.